মধুচক্রের

# কঙ্কাল

পরিচালনা

নরেশ মিত্র

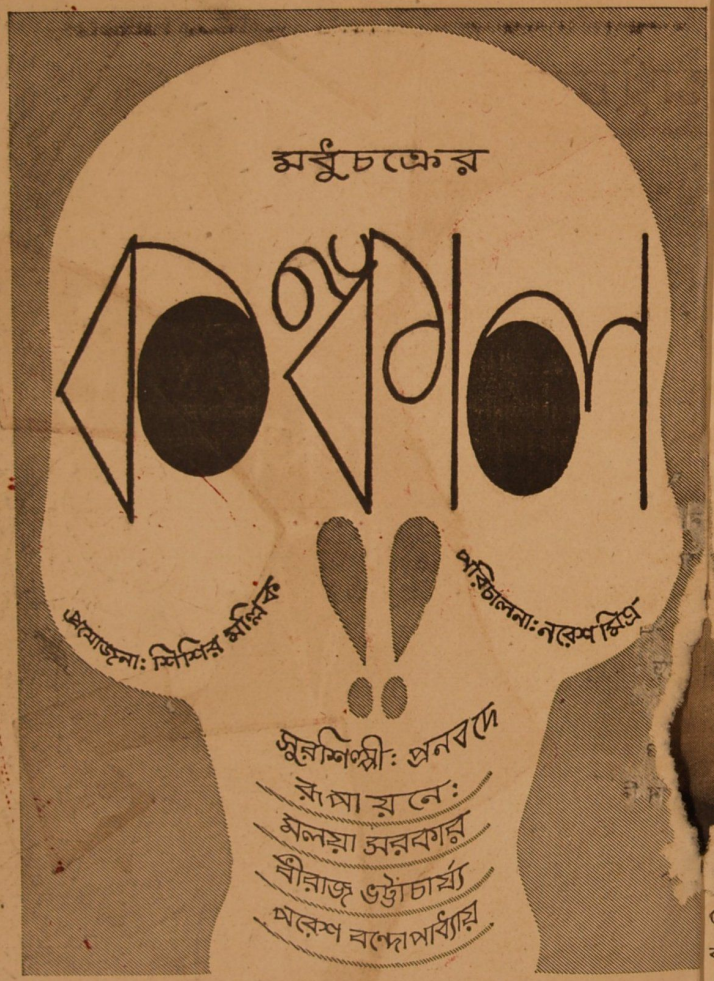

**নরেশ মিত্র**

প্রভা, রবি রায়, গীতা সোম, জীবেন,
কালি সরকার, কেতকী, শিশির বটব্যাল
ম্যালকল্‌ম ও আরও অনেকে।

কাহিনী: **নরেশ মিত্র**

## কঙ্কাল

### ( গদ্যাংশ )

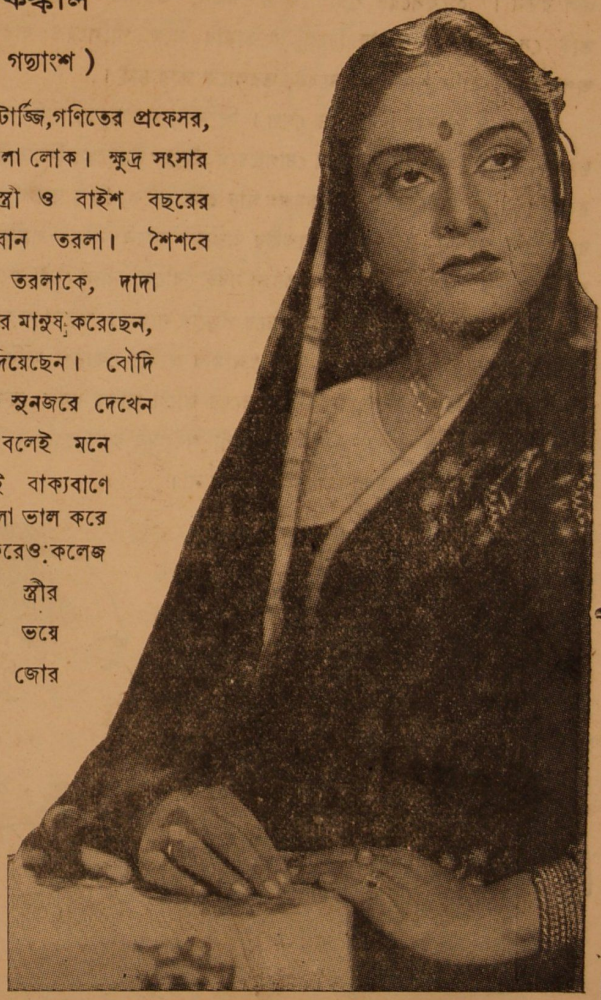



প্রফেসর চ্যাটার্জ্জি, গণিতের প্রফেসর, সরল আত্ম-ভোলা লোক। ক্ষুদ্র সংসার তাঁর, স্বামী, স্ত্রী ও বাইশ বছরের অবিবাহিতা বোন তরলা। শৈশবে পিতৃমাতৃহীনা তরলাকে, দাদা বুকে পিঠে করে মানুষ করেছেন, উচ্চ শিক্ষাও দিয়েছেন। বৌদি কিন্তু ননদটিকে সুনজরে দেখেন [illegible] ; বোঝা বলেই মনে করেন। তাঁরই বাক্যবাণে [illegible]দ্ধ হয়ে তরলা ভাল করে [illegible]ই-এ, পাশ করেও কলেজ [illegible] দিল। স্ত্রীর [illegible] বাক্যের ভয়ে [illegible]ও আর জোর [illegible]রেন না। প্রফেসরের [illegible]লক অভয়ের দিদির বাড়ীতে অবাধ গতিবিধি। সুন্দরী তরলার উপর উচ্ছৃঙ্খল অভয়ের লোভ জন্মাতে দেরী হয় নি। বৌদির ব্যবহারে অতিষ্ঠ তরলা, দাদার সংসার ত্যাগ করে স্বাবলম্বী হতে মন স্থির করল। তার এই দুর্ব্বলতার সুযোগটুকুর সদ্ব্যবহার করতে ছাড়লে না অভয়। তাকে নিয়ে পালিয়ে যাবার

প্রস্তাব করলে। তরলা প্রশ্ন করে অভয়কে, বিবাহ করতে প্রস্তুত কিনা? এই নিয়ে চলে তাদের বচসা, এমনি সময় দেবদূতের মত এল রতন। প্রফেসরের পুরাণ ছাত্র রতন, তরলারও সুপরিচিত। তরলার কেমন মনে হল, হয়ত রতনের হাতেই হবে তার মুক্তিলাভ। তাই সে অভয়কে জবাব দিলে, "তোমার সঙ্গে পালিয়েও যাব না, তোমাকে বিয়েও করব না।" অভয় মনে মনে প্রতিজ্ঞাকরলে এ অপমানের প্রতিশোধ সে নেবেই, তরলাকে তার চাই।

রতন ও তরলার বিয়ে হয়ে গেল। শিক্ষিত, অবস্থাপন্ন, মার্জ্জিতরুচি স্বামী পেয়ে তরলার সুখের সীমা নেই। কিন্তু এদিকে তার জীবনের দুষ্টগ্রহ অভয়, তার সঙ্গে একটা যোগাযোগ রাখার উদ্দেশ্যে, নিজে উপযাচক হয়ে বিয়ে করে বসল, রতনের খুড়ত'তো বোন অনিমাকে। শ্যালক রতনের সঙ্গে অভয়ের প্রীতি ক্রমশঃ গাঢ় হতে থাকে, কিন্তু তরলা তাকে এড়িয়েই চলে। কুটবুদ্ধি দুঃশ্চরিত্র মন্তপ অভয়। নিরীহ ভালমানুষ রতন এই সুদর্শন মিষ্টভাষী শ্যালকটির অন্যরূপ জানে না। লাভের লোভ দেখিয়ে অভয় নিয়ে যায় শেয়ার-মার্কেটে, রেস-কোর্সে। লাভও হল রতনের, খুসীও হল সে। তরলা সবই বোঝে, নানা চেষ্টা করেও স্বামীকে মোহমুক্ত করতে পারে না। তার নিষেধ অগ্রাহ্য করে রতন দিনের পর দিন অভয়ের ফাঁদে জড়িয়ে পড়তে লাগল। তরলা অকল্যাণের ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে থাকে—কোথায় এর শেষ! উপায়হীনা তরলা একদিন সুযোগ পয়ে অভয়কে বলে "আমার স্বামীর কোনও ক্ষতি যদি আপনি করেন, আমি যেখানে যে অবস্থায় থাকি না কেন, আপনাকে নিষ্কৃতি দেব না—মনে রাখবেন।" অভয়ের জালে আবদ্ধ রতন ক্রমশঃ সর্ব্বস্বান্ত হয়ে পড়ে। বসত-বাড়ী আসবাব-পত্র এমনকি তরলার গহনা সবই হল অভয়ের হস্তগত। সামান্য চাকুরী অবলম্বন করে তারা অতি দুঃখীর মত একখানি ঘরে দিন কাটায়। অত্যধিক পরিশ্রমে রতন অসুস্থ হয়ে পড়ে। তরলার ভয়ভাবনার অন্ত থাকে না।

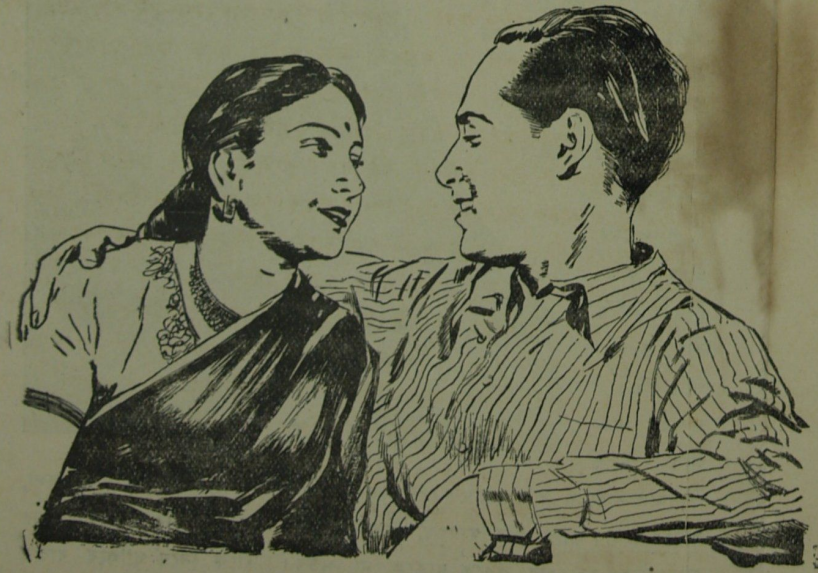

অনিমা অভয়ের সংসারে অসুখী। তরলার প্রতি অভয়ের লোভ-দৃষ্টি তার নজর এড়ায় নি; বৌদির ওপর সেজন্য সে অপ্রসন্ন। কিন্তু স্বামীর কাছে মিথ্যা সাফাই শুনে সে অপ্রসন্নতা পরিণত হল ঘৃণায়। একদিন নেশার ঝোঁকে অভয়ের মুখ হতে যখন অনুরাধার নাম সে শুনলে, তখন অভয়ের আসল চরিত্র সে বুঝতে পারলে। একেবারে পড়ল ভেঙ্গে অনুরাধা অভিভাবক হীনা ধনীকন্যা, বহু টাকার মালিক। তাকে, কুকার্য্যের ঘাঁটি এক বাগান-বাড়ীতে আটক রেখে, সব কিছু হস্তগত করাই ছিল অভয়ের অভিপ্রায়। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত অনুরাধা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় এবং ভাগ্যবলে ডাক্তার সান্যালের নার্সিং হোমে আশ্রয় পায় এবং বোনের মত সেখানে থাকে ও কাজ শেখে।

রতনকে পথে বসিয়ে অভয়ের তৃপ্তি কোথায়—তরলাকে নির্য্যাতিত করা হল,পাওয়া 'ত হয় নি! প্রেসের কাজে রতনকে বিভিন্ন সময়ে অফিস যেতে হয়। সুযোগ বুঝে, তার অনুপস্থিতিতে, একাকী' তরলার কাছে—অভয় তার পুরাতন চাকর রঘুর মারফৎ এক চিঠি দিয়ে গাড়ী পাঠায়। অনেক অনুনয় বিনয় ও ক্ষমাপ্রার্থনার পর মৃত্যুপথযাত্রী অনিমার শেষ দর্শনাভিলাষ মিটাবার অনুরোধ জানিয়ে লেখা এ চিঠি। অনিমার কচি মুখ মনে করে, তরলার মন সেদিন গেল গলে—অনিমাকে দেখতে যাবে বৈকি! সে রঘুর সঙ্গে গেল অভয়ের বাড়ী। কিন্তু অনিমা কোথায়?

রতন বাড়ী ফিরে দেখে তরলা নেই, পড়ে আছে অভয়ের আমন্ত্রণ পত্র। রতন ছুটে যায় বেরিয়ে। কিন্তু কোথায় তরলা? তরলা তরলা করে খুঁজে বেড়ায় রতন। না পেয়ে সে গেল পাগল হয়ে। সারাদিন-রাত পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। সুন্দরী স্ত্রীলোক দেখলেই তাকিয়ে দেখে—তরলা নয় দেখে, আপন মনে বলে, "কোথায় গেল" "কোথায় গেল"। থিওসফিষ্ট ডাক্তার সান্যাল রতনের বন্ধু। তাকে এই অবস্থায় রাস্তায় দেখে, নিয়ে আসেন নিজের নার্সিং হোমে, অনুরাধার ওপর দেন ভার, চিকিৎসা চলে।

হুগলীর এক জমীদার বাড়ীতে ডাঃ সান্যালের ডাক আসে। গাড়ীতে উঠতে গিয়ে দেখেন, রতন বসে আছে ভিতরে। তাকে নিবৃত্ত করতে না পেরে সঙ্গে নিয়ে যান হুগলী। ডাক্তার বাড়ীর ভিতর চলে যান। জমীদার বাড়ীর প্রাঙ্গনে কোলাহল ও ভীড়। জালে ওঠা এক কঙ্কাল নিয়ে জটলা করছে জেলের দল। ভীড় ঠেলে ঢোকে রতন। কঙ্কালটী ছিনিয়ে নিয়ে আঁকড়ে ধরে—চীৎকার করতে থাকে "আমার তরলা," "আমার তরলা" বলে।

ডাক্তার বাইরে এসে ব্যাপার দেখে বিস্মিত হয়ে পড়েন। কার এ কঙ্কাল? রতনই বা এমন করে কেন? এই প্রশ্ন মনে নিয়ে তিনি কঙ্কালটী জমীদারের অনুমতি সহকারে তুলে নেন গাড়ীতে; রতনও শান্ত হয়ে বসে থাকে।

কলকাতায় ফিরে ডাঃ সান্যাল ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, রহস্যের আবরণ উদ্ঘাটন করতে। তাঁর সে চেষ্টা কিভাবে সফল হ'ল, পর্দ্দায় প্রত্যক্ষ করণ।

---

## সঙ্গীতাংশ

বিহ্বল মন মোর
চম্পক গন্ধে,
বিহ্বল মন মোর।
ছায়াঘন বনানীর সুনিবীড় ছন্দে
বিহ্বল মন মোর।
মায়াঘন অনুরাগে,
আঁখি মোর সেথা জাগে
সুর লাগে, এ পরাণ বাঁশরীর রন্ধ্রে।
নিরজন বনপথে, বনপরী আসে
চাঁদের সুষমা যেন তারি চোখে ভাসে।
সহসা মধুর হেসে, বনপরী কাছে এসে,
কুসুমের ও রাখি বাঁধে।

---



( তুমি ) বাঁশীতে যে গান শোনালেনা
শোনায়ো মেঘের গানে—
পাষানে তোমার প্রাণের পরশ
দিও দিও দিও দিও মোর প্রাণে
শোনায়ো মেঘের গানে !!

আলোয় আসিতে করুনা যদি না হয়
আঁধারে আসিও তাই যদি মনে লয়
না হোক মলয়া, তোমারি বাধিকা
বহুক আমার প্রাণে।
শোনায়ো মেঘের গানে ॥

সাজালেনা যদি চন্দনে ফুলডোরে
চরন-ধূলায় মলিন করিও মোরে।
কাঁটা হোক তবু সে যেন আমায়
তোমারি আঘাত হানে
শোনায়ো মেঘের গানে—
( তুমি ) বাঁশীতে যে গান শোনালেনা
শোনায়ো মেঘের গানে ॥

---

তত্ত্বাবধায়ক : গোবিন্দ রায়

চিত্রগ্রহণ : প্রভাত ঘোষ
শব্দগ্রহণ : ক্ষেত্র ভট্টাচার্য্য
সম্পাদনা : রাজেন চৌধুরী
চিত্রপরিস্ফুটন : পঞ্চানন নন্দী ও বেঙ্গল লেবরেটরী লিঃ
শিল্পনির্দ্দেশ : অরুন বসু ও ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য
গীতকার : কমলেশ বসু ও প্রভাত বসু
ব্যাবস্থাপনা : নসু মুখার্জ্জী ও খগেন পাঠক
রূপসজ্জা : ধীরেন দত্ত ও সোমনাথ চক্রবর্ত্তী
আলোক সম্পাত : সুধীর দাস

## —সহকারী সঙ্ঘ—

পরিচালনায় : বীরেন দাস, অশোক সর্ব্বাধিকারী ও সুধাংশু মুখার্জ্জী
চিত্রগ্রহণে : প্রশান্ত দাস, জ্ঞান কুণ্ডু ও সন্তোষ বসাক
শব্দগ্রহণে : কার্ত্তিক পাঠক
সম্পাদনায় : অমিয় মুখার্জ্জী ও কানাই ব্যানার্জ্জি
সঙ্গীতে : বসন্ত গুপ্ত
যন্ত্রব্যঞ্জনা : গ্র্যাণ্ড অরকেষ্ট্রা
আলোক সম্পাতে : দুলাল শীল, শম্ভু ব্যানার্জ্জি, সুধাংশু শীল, অধীর নন্দী, অরুণ রুদ্র ও নিতাই শীল,

**এ্যাসোসিয়েটেড প্রডিউসারসের ষ্টুডিওতে (এন্ টি ২নং)**
**আর-সি-এ শব্দ যন্ত্রে গৃহীত**
**—পরিবেশনা—**

---

ডি লুক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রীবিউটার্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত
১০৬, কটন ষ্ট্রীট কলিকাতা, ন্যাশন্যাল লিটারেচার প্রেস হইতে মুদ্রিত

মূল্য—দুই আনা